



## 82010 - ভালোবাসা ও অবধৈ সম্পর্ককে মধ্যযে পার্থক্য

### প্রশ্ন

আমি ২৪ বছর বয়সী একজন অববিহিত ময়ে। খোলাখুলি কথা হল, আমি একজন পবিত্র চরিত্রেরে দ্বীনদার মানুষকে কোন প্রকার দেখা-সাক্ষাৎ করা ছাড়া পবিত্র ও নম্বিকলুষভাবে ভালবাসি। যিনি আমাকে বয়িরে প্রতশিরুতি দিয়েছেন এবং আমাকে অপেক্ষা করতে বলছেন; যহেতে তার বর্তমান পরিস্থিতি কঠনি। আমি অস্বীকার করব না যে, তিনি একাধিকবার আমাকে ফোন করছেন। কিন্তু, আমি তাকে বলছি তিনি যনে আমাকে ফোন না করনে। কারণ আমি এতে সন্তুষ্ট নই; যদিও আমি তাকে ভালবাসি। কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে, এভাবে ভালবাসাটা ভুল পথে অগ্রসর হতে যাচ্ছে। তিনিও আমার দৃষ্টিভিঙগরি সাথে একমত হয়েছেন এবং আমার মতামতকে সম্মান জানিয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে আমাকে কিছু কিছু মসেজে পাঠান; যাত করে আমি তার খবরাখবর জানতে পারি। এক বছর ধরে আমার সাথে তার সম্পর্ক। কিন্তু, তিনি খুব কঠনি পরিস্থিতিতে আছেন। এ ব্যক্তিকে আমি পারিবারিকভাবে চনি। তার পরিবারের সাথে আমার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনিও একই অনুভূতি লালন করনে। কিন্তু, সমস্যা হল আমার পতির কাছে বয়িরে প্রস্তাব আসা শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমাকে বয়িরে প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন এমন ছলেরে সংখ্যা আটজন। কিন্তু, প্রত্যেকেবার আমি প্রত্যাখ্যান করে আসছি; কারণ আমি তাকে অপেক্ষা করার প্রতশিরুতি দিয়েছি। বর্তমানে আমি এই পরেশোনতিে আছি যে, আমি যা করছি সটো কি হালাল; নাকি হারাম? উল্লেখ্য, আলহামদু লিল্লাহ; আমি ফরয, সুন্নত ও নফল নামায় আদায় করি। তাহাজ্জুদরে নামায় পড়ি। আমার ভয় হচ্ছে, আমি যা করছি সে কারণে আমার নকে আমলগুলো নষ্ট হয়ে যায় কনি? নম্বিকলুষ পবিত্র ভালবাসা কি হারাম? আমার ভালবাসা কি হালাল; না হারাম?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রথমই আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফিকি ও কল্যাণেরে প্রার্থনা করছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে আপনার মত ময়েদেরে সংখ্যা বৃদ্ধি করনে যারা পুতঃ পবিত্র চরিত্রেরে ব্যাপারে সচতেন, যারা তাদের সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সীমারখো মনে চলনে। এর মধ্যযে বিশিষে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- আবগেতাড়তি সম্পর্কগুলো; যে ক্ষেত্রে অনকে মানুষ শথিলিতা করে। যার ফলে তারা আল্লাহর সীমারখোগুলো লঙ্ঘন করে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে আল্লাহ তাদেরকে এমন সব পরীক্ষার সম্মুখীন করনে যসেব মুসবিতরে কথা আমরা পড়ে থাকি, শুনতে থাকি; যগেলোর মধ্যযে প্রত্যেকে মুসলমিরে



জন্য বরং প্রত্যকে বিবেকবান মানুষেরে জন্য উপদশে রয়েছে।

পর সমাচার, জনে রাখুন বপিরািত লঙ্গিরে দুইজন মানুষেরে মাঝে পত্র-যোগাযোগ একটা ফতিনার দরজা। এ পথ দিয়ে শয়তানেরে পাতানো ফাঁদে পা দয়ো থেকে সাবধানমূলক দলিল-প্রমাণ ইসলামী শরিয়তে ভরপুর। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এক যুবককে এক যুবতীর দিকে তাকাতে দেখলেন তখন তার গলা ঘুরিয়ে দলিলে যাত করে যুবতীর উপর থেকে তার দৃষ্টি সরে যায়। এরপর তিনি বললেনঃ “আমি লক্ষ্য করলাম এরা দুইজন যুবক-যুবতী। সুতরাং তাদেরকে আমি শয়তান হতে নিরাপদ মনে করিনি।” [সুন্নে তরিমযি (৮৮৫), আলবানী ‘সহীহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন।]

তাই এ যুবকের সাথে ফোনে যোগাযোগ বচ্ছিন্ন করে আপনিসঠকি কাজটা করছেন। আমরা আশা করব, তার সাথে আপনিস ইমহেল আদান-প্রদানও বচ্ছিন্ন করবেন। কেননা ইমহেল আদান-প্রদান বর্তমান যামানার লোকদেরে জন্য অনষ্টিরে সবচেয়ে বড় রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইতপূর্বে এ বিষয়ে একাধকি প্রশ্নোত্তরে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আপনিস 34841 নং ও 45668 নং প্রশ্নদ্বয় পড়তে পারেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য বিশেষ কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি কোন ব্যক্তি হৃদয়ে টান অনুভব করা, তার প্রতি ভালবাসা অনুভব করা, সম্ভব হলে তার সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নয়ো হারাম। কারণ ভালবাসা আন্তরকি বিষয়। ভালবাসাটা কিছু জ্ঞাত কারণে কথিবা কিছু অজ্ঞাত কারণে অন্তরে চলে দয়ো হয়। কিন্তু এ ভালবাসা যদি অবাধ মলোমশো, হারাম দৃষ্টি কথিবা হারাম কথাবার্তার পরস্পরকেষতি ঘটে থাকে তাহলে সেটা হারাম। আর যদি এ ভালবাসা কোন পূর্ব পরিচিতির কারণে, কথিবা আত্মীয়তার কারণে, কথিবা ঐ লোকেরে ব্যাপারে ভাল কিছু শুনতে নিজেরে মন থেকে সেটা প্রতহিত করতে না পারার কারণে হয় তাহলে এ ভালবাসাতে কোন গুনাহ নহে। তবে, শরত হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘতি হতে পারবে না।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

“যদি কোন হারাম কারণ ছাড়া ভালবাসা তরী হয় তাহলে এ ভালবাসার কারণে ব্যক্তকি নিন্দা করা হবে না। যমেন- যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কথিবা তার দাসীকে ভালবাসত, এরপর তাদের মাঝে বচ্ছদে হয়ে গেছে, কিন্তু ভালবাসাটা মনরে মধ্যে রয়ে গেছে- এমন ব্যক্তকি নিন্দা করা হয় না। অনুরূপভাবে কারো যদি হঠাৎ চোখ পড়ে যায় এবং সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, কিন্তু তার অনচ্ছা সত্তবেও মনরে মাঝে ভালবাসা স্থান করে নিয়ে। যদিও তার কর্তব্য এটাকে প্রতহিত করা ও দূর করা।” [সমাপ্ত][রওয়াতুল মুহিব্বীন (পৃষ্ঠা-১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

হতে পারে কোন ব্যক্তি কোন এক নারী সম্পর্কে শুনল যে, তিনি সচ্চরতিরবান ও ইলমদার। শুনতে তাকে বয়ি করার আগ্রহী হল। অনুরূপভাবে সে নারী এ পুরুষ সম্পর্কে শুনল যে, তিনি সচ্চরতিরবান, ইলমদার ও আমলদার। শুনতে তার ব্যাপারে আগ্রহী



হল। কিন্তু, মুসবিত হল ভালোবাসায় আবদ্ধ দুইজনরে মাঝে শরিয়ত কর্তৃক নষিদ্ধ যোগাযোগ। এ যোগাযোগের পরণিতা হচ্ছে- বিপদজনক। তাই বয়রে নাম করে নারীর সাথে পুরুষের যোগাযোগ কথিবা পুরুষের সাথে নারীর যোগাযোগ জায়যে নয়। বরং সবে পুরুষ ময়েরে অভভিবককে জানাতবে পারবে যবে, সবে ময়েটেকে বয়বে করতে চাচ্ছে। কথিবা ময়েটে তার অভভিবককে অবহতি করতে পারবে যবে, সবে ছলেটেকে বয়বে করতে চাচ্ছে। যমেনটি উমর (রাঃ) তাঁর ময়ে হাফসাকে আবু বকর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) এর কাছবে পশে করছেলিনে। পক্ষান্তরে, ময়ে নজিবে পুরুষের সাথে যোগাযোগ করা- এটাই তবে ফতিনা।[সমাপ্ত][লকিআতুল বাব আল-মাফতুহ (২৬/প্রশ্ন নং-১৩)]

আপনার প্রতি উপদশে হচ্ছে- আপনাজিরুরীভতিতবে এ যুবকবে সাথে পত্র যোগাযোগ বচিছনি করবনে এবং তাকে জানয়বে দবিনে যবে, প্রকৃতই যদি সবে আপনাকে বয়বে করতে চায় তাহলে সবে যবে আপনার অভভিবককে কাছবে বয়বে প্রস্তাব দয়ে, তার বয়যকি অবস্থা কথিবা অন্য কোন বয়যকবে প্রতবিন্দক হিসবে গ্রহণ না করে। ইনশাআল্লাহ, বয়যটি সহজ। যবে ব্যক্তি অল্পতবে সন্তুষ্ট আল্লাহ নজি অনুগ্রহবে তাকে সাবলম্বী করে দবিনে। কমপক্ষে সবে যবে আপনার সাথে 'বয়বে আকদ' করার জন্য অগ্রসর হয়। যদি বাসর করতে বলিম্বও হয় তাতে অসুবিধা নাই। পক্ষান্তরে, বয়বে প্রতশ্রুতির উপর বয়যটিকে ঝুলয়বে রাখা এবং এর ভতিতবে আপনার দুইজনবে মাঝে পত্র যোগাযোগ চলতে থাকা শরয়ি দৃষ্টিতে, বাস্তবতার নরিখিবে এবং শত শত অভজিঃতার আলোকে এটি ভুল রাস্তা এবং পাপ ও অনতৈকি পন্থা। আপনানিশ্চিতিভাবে জনে রাখুন, আল্লাহর আনুগত্য ও শরয়িতবে গণ্ডরি মধ্যে থাকা ছাড়া অন্য কছিতবে আপনাসুখ পাবনে না। হারাম পন্থার বদলে শরয়িত কর্তৃক বধৈকৃত পন্থা পরযাপ্ত ও যথেষ্ট। কিন্তু, আমরা নজিরে নজিদেবে জন্য সংকীরণ করে ফলে এরপর শয়তান আমাদের জন্য সংকীরণ করে দয়ে।

ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলিম্ব করা আপনার জন্য চরম কষতকির। হতে পারে আপনার বয়স বড়ে যাবে, কিন্তু সবে ছলেবে অবস্থার পরবির্তন ঘটবে না। ফলে আপনাসিবে ছলেকেও বয়বে করতে পারবনে না, অন্য ছলেদেবেকেও বয়বে করতে পারবনে না। অতএব, বয়বেতে দরী করা থকে সাবধান হনে। এতে কষতি ছাড়া কছি নাই। জনে রাখুন, আপনাকে বয়বে প্রস্তাব দতি যারা এগয়বে আসতে চায় হতে পারে তাদের মধ্যে এমন কউও থাকতে পারে যারা দ্বীনদারি ও পরহযেগাররি দকি দয়বে এ যুবকবে চয়েও ভাল। হতে পারে এ যুবকবে মাঝে ও আপনার মাঝে যবে ভালোবাসা এর চয়েবে বেশি ভালোবাসা আপনাদবে দুইজনবে মাঝে তরী হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।